পাপাবহ, তাহা হইলে সেই কামভাবটি দ্বেষাদির মত পাপাবহ? কিংবা পাপস্বরূপেই পরম বিশুদ্ধ শ্রীভগবানে যে অধর পানাদি এবং শ্রীভগবানে কামুকত্ব প্রভৃতি আরোপণ, এবং সেই আরোপণজন্য যে শ্রীভগবানের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন হয় অথবা শ্রীভগবানে কামভাব পাপাবহ বলিয়া শাস্ত্র হইতে শুনা যায়—এই জন্যই কি পাপাবহ? তন্মধ্যে দ্বেষাদিগণ মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া পাপাবহ—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। যেহেতু ১০৷২৯ অধ্যায়ে যে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়া, ইত্যত্র দ্বেষাদৈন্যক্-কৃতত্বাৎ অস্তুতু স্তুতত্বাৎ।" শ্রীশুকমুনি কহিলেন হে রাজন্! তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর পূর্ব্বে সপ্তমস্কন্দে শিশুপাল, হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল—ইহা বলা হইয়াছে। যদি দ্বেষ করিয়াই সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা হইলে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমাগণ যে তাঁহাকে প্রীতি করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবেন—এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবসর কোথায়? এই শ্লোকে দ্বেষভাবকে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণে কামভাবকে স্তব করা হইয়াছে। এইজন্য স্নেহের মত ভগবৎ-বিষয়ক কাম ও প্রীত্যাত্মক বলিয়া স্নেহের মতই কামও দোষাবহ নয়। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের কাম এবং প্রেমে কিঞ্চিৎমাত্রও ভেদ নাই। এইজন্য উল্লেখ করা আছে যে—

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কামইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমই কামের মত আলিঙ্গন-চুম্বনাদি আছে বলিয়া কাম বলিয়া কথিত হয়। এই জন্যই শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তম শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি গোপীপ্রেমের প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ১০৷৩১৷১৯ শ্লোকে শ্রীল ব্রজরামাগণ স্বয়ংই 'যত্তেসুজাত' এই শ্লোকে বলিয়াছেন—হে প্রিয়! আমরা যে তোমার চরণকমল কঠিন স্তন প্রদেশে ধারণ করিবার সময়, তোমার চরণতলে না জানি কত ব্যথা লাগিয়াছে—এই ভয়ে অতি ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি। তুমি সেই চরণের দ্বারা কঠিন ব্রজভূমিতে বিচরণ করিতেছ, তাহাতে ক্ষেত্রে পতিত বন্যধান্যশৃঙ্গ ও তৃণাঙ্কুরের দ্বারা কি ব্যথিত হইতেছে না? তদ্গতজীবনা আমাদের হৃদয় তোমার চরণে বেদনা সম্ভাবনায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। এই শ্লোকের মর্ম্মার্থে শ্রীলব্রজদেবীগণের কান্তাভাবের ভিতরে যে কোনও অংশে স্বসুখতাৎ-পর্য্যাত্মক কামের সত্ত্বা নাই—তাহা সুস্পষ্টরূপেই দেখানো হইয়াছে। কারণ যদি কামের সত্ত্বা থাকিত, তাহা হইলে বক্ষোপরি শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজ ধারণসময়ে পরম সুখের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ-দুঃখ সম্ভাবনায় ভীতা হইতেন না। এমত সম্ভোগ